OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 299 - 304
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 299 - 304
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ভগীরথ মিশ্রের ‘আড়কাঠি’ : বসু-শবরদের জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির সংকট

ড. আজিমুদ্দিন মন্ডল
অতিথি প্রভাষক
রানী ধান্য কুমারী কলেজ, মুর্শিদাবাদ
Email ID : suraj.jarur@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Basu-Shabar, Merchant of culture, Slave trader, Forest dwellers, Exploitation.

Abstract
Bhagirath Misra, a renowned novelist of the post-independence era, has centered his novel around the marginalized people of society. One of his popular novels based on the life of the marginalized people is 'Aarkathi' (1993). The novel 'Aarkathi' tells the story of how the life, livelihood and culture of marginalized Basu-Shabar[1] have become commodities for the selfish, self-serving and exploitative human beings. Novelist Bhagirath Misra narrates the painful tale of how the once simple forest-dwelling people, confined to their lives and livelihoods were exploited first by Ranglal and later by Cathy Bird and Rajiv, bringing to the forefront characters like Kishto Mullick, Shridhar Mullick, Kanai Digar, Savitri, Roopmati and Rangi. The novel 'Aarkathi' serves as a document of the oppression faced by the bearers and carriers of indigenous culture at the hands of the merchants of culture[2] and slave trader[3]. However, by the end of the novel, a picture of the awakening of the forest dwellers[4] also emerges. The resistance to the powerful, rather than surrendering to their rule and exploitation[5], has given a unique dimension to the characters of the novel created by Bhagirath Misra.

Discussion

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা তাঁর ‘ছড়ার ছবি’ (১৩৪৪) কাব্যগ্রন্থের ‘ছবি-আঁকিয়ে’ কবিতায় বলেছিলেন যে, -

“ঐ যে গরিবপাড়া,
আর-কিছু নেই ঘেঁষাঘেঁষি কয়টা কুটীর ছাড়া।
তার ওপারে শুধু
চৈত্র মাসের মাঠ করছে ধু ধু।
এদের পানে চক্ষু মেলে কেউ কভু কি দাঁড়ায়?
ইচ্ছে ক’রে এ ঘরগুলোর ছায়া কি কেউ মাড়ায়?”[১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 299 - 304
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এখানে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদেরই কথাকার হলেন ভগীরথ মিশ্র। বাংলার নিম্নশ্রেণি অধ্যুষিত গ্রাম-জীবনের ছবি, তাদের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসমালায়। তাদের অবর্ণনীয় দুর্গতি, তাদের শোষণ-নির্যাতনের ছবি, তাদের প্রতিরোধ, তাদের লড়াই করে বাঁচার কথা ধরা আছে প্রতিটি উপন্যাসের পাতায় পাতায়। প্রত্যেকটি উপন্যাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে অন্ত্যজদের যাপিত জীবনের কাহিনি। 'আড়কাঠি' (১৯৯৩) উপন্যাস তার বলিষ্ঠ উদাহরণ। কথাকার ভগীরথ মিশ্রের জীবনের অধিকাংশ সময়ই ব্যয়িত হয়েছে গ্রামাঞ্চলে। চাকরিসূত্রে গ্রামাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে ঘটেছে তাঁর অবাধ মেলামেশা। তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাদের জীবনধারা, তাদের সংস্কৃতি। লেখক জানিয়েছেন, -

> "চাকরির ফাঁকে চারপাশের মাটি-মানুষের মধ্যে ঘটেছে অবাধ বিচরণ। পুরুলিয়ার ছৌনাচের দলের সঙ্গে আলাপচারি করেছি, তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশেছি। তখনই বুঝেছি, লোকসংস্কৃতির সুবর্ণধ্বজাধারী এই মানুষগুলো আজীবনকাল কতই বঞ্চিত। ...ছৌনাচের প্রবাদপুরুষ গম্ভীর সিং মুড়ার জীবনটাকে দেখেছি, তাঁকে বেচে মহানগরীর একজন প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতির গবেষক বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন, কিন্তু গম্ভীর সিং মুড়ার জীবন ডুবে গিয়েছে সীমাহীন দারিদ্র্যের পাঁকে। ঐ নিয়ে লিখলাম আমার দ্বিতীয় উপন্যাস 'আড়কাঠি'।[২]

'আড়কাঠি' (১৯৯৩) উপন্যাসের পটভূমি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম-বাংলা। ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসের কথনবিশ্বে লোকসংস্কৃতির ধ্বজাধারী বসু-শবরদের জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির সংকটকে তুলে ধরেছেন। বাঁকুড়ায় বসবাসকারী এই ভূমিহীন-অরণ্যনির্ভর জাতিদের সহজ-সরলতার, দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণির অর্থলোভী – আত্মপ্রশংসালোভী - উৎকচলোভী মানুষ কীভাবে তাদের জীবনকে, সংস্কৃতিকে বিপন্নতার মধ্যে ঠেলে দেয় তারই ভাষ্য ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' উপন্যাস।

বাঁকুড়ার ঘোর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত গজাশিমুল গ্রামে বসবাসকারী আধুনিকতার ছোঁয়াবর্জিত জাতি বসু-শবরদের নিয়ে আলোচ্য উপন্যাসের আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে আমরা দেখি যে, ঘোর জঙ্গলে বসবাসকারী এই জাতির জঙ্গলই প্রকৃত মা-বাপ। কেননা প্রতিটি সংকটকালে সংকটত্রাতা হয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে বনজঙ্গল। জঙ্গল থেকে খরগোশ-মুরগি-তিতির-সাপ শিকার করে, মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে, গাছ থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে তারা তাদের পেটের খিদে মেটায়। শুধু তাই নয়, জঙ্গল থেকে তারা শালগাছ কেটে এনে স্বল্পমূল্যে মহাজনদের বিক্রি করে নিজেদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এককথায়, মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত জাতি হল এই বসু-শবরেরা। তাদের স্বাধীনতা যে এখনও একশ্রেণির ঔদ্ধত্য মানুষ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রেখেছে আলোচ্য উপন্যাসের প্রতিবেদনেও আমরা তার ছায়াচিত্র লক্ষ করি। জঙ্গলের ঠিকাদার অঘোর রায়ের নির্দেশে তারা জঙ্গলের গাছ কাটে। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা তাদের সামান্য দাবিদাওয়ার কথাও জানাতে পারে না। কুখ্যাত চোরাচালানকারী অঘোর রায় যা তুলে দেয় তাই তারা বিনা প্রতিবাদে হাতে তুলে নেয়। এর পাশাপাশি বুনোহাতিদের অত্যাচার তো লেগেই আছে। তারা বসু-শবরদের খেতের ফসল নষ্ট করে, ঘরদোর ভাঙে। এভাবেই চলতে থাকে তাদের জীবন। মাঝেমাঝে খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তারা গাঁ ছেড়ে পুবের দিকে চলে যায় মাটি কাটার কাজ করতে, -

> "...এক ধরনের কাজে বসু-শবররা বেজায় দক্ষ। মাটি কাটার কাজ। বসু-শবরকে মাটি কাটতে বল, মাটি বয়ে বয়ে পাহাড় গড়তে বল, সে অন্য জাতের লোকের নাকে ঝামা ঘষে দেবে। বাবুদের মহল্লায় পুকুর কাটতে হলে কিংবা রাস্তাঘাটের কাজ হলে ওরা ভিড় করে সেখানে। ওই কাজে সব্বাইকে হারিয়ে দেয়। বিশ ঝুড়ি মাটি বইবার পর, অন্যজাতের কুলি যখন এলিয়ে পড়েছে ক্লান্তিতে, বসু-শবর কুলির তখন গা গরমই হয়নি।"[৩]

কিন্তু সেও এক গোলকধাঁধা। সবদিন কাজ জোটে না। তাই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায়। এখনও তারা আধপেটা খেয়ে দিন অতিবাহিত করে। এখনও তারা রেড়ির তেলে লম্ফ জ্বেলে ঘরের অন্ধকার দূর করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 299 - 304
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমাদের সমাজের কতিপয় মানুষ মনুষ্যত্ব-মানবতা হারিয়ে যাওয়া এক প্রাণহীন মানুষ। তারা মানবতাকে, মনুষ্যত্বকে, চরিত্রমাহাত্ম্যকে অবলীলায় বিসর্জন দিয়েছে। সেরকম একজন মানুষ রঙলাল, যার বিবেকবোধ, মনুষ্যত্ববোধ বলে কিছুই নেই। তিনি একজন কুখ্যাত দাস ব্যবসায়ী অর্থাৎ মনুষ্যশিকারি। বসু-শবরদের দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের লোভ দেখিয়ে রঙলাল তাদের আসামের চা বাগানে চালান করে দেয়, -

> "কপালে দু'চোখ তুলে রঙলাল বলে, সে হল চা-বাগিচার দেশ। সেখানে কুম্পানির মকান্ আছে। হাট-বাজার আছে। বিমার-বুখারে ডগদর। হপ্তায় হপ্তায় কুম্পানির রেশন। চাল-গম-আটা-ময়দা-কেরোচিন। সেখানে অঢেল সুখ। বৈভব। সেখানে একবার গেলে, আর ফিরে আসতে দিল্ চায় না।"[৪]

শিক্ষার আলোহীন এই জাতিও তার কথায় আস্থা রেখে এক অলৌকিক স্বপ্নের রাজ্যে ভাসতে থাকে। সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখে। তার কথায় আস্থা রেখে প্রথমে বসু-শবরদের জনা চারেক জোয়ান আর গিদ্ধারি শবরের বিধবা বউ রঙলালের সঙ্গে রওনা দেয় অচিন দেশের উদ্দেশে। অসৎ, প্রতারক, ক্রূর, অভিসন্ধিপরায়ণ এবং লোভী রঙলাল গজাশিমুলের বত্রিশ ঘর বসু-শবরদের মন জয় করার জন্য যারা আসামের চা বাগানে কাজ করতে যায় তাদের নাম করে তাদের পরিবারের মানুষজনের হাতে কিছু নগদ টাকা তুলে দেয়। রঙলাল শুধু এখানেই থেমে থাকেনি। তার শোষণের রাজ্যের ভিত যাতে ধসে না যায় তার জন্য তিনি যারা প্রথমে আসামের চা বাগানে কাজ করতে যায় তাদের সুখী জীবনের প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরে কিছু অস্পষ্ট ছবি, -

> "কাউকে ঠিক ঠিক চেনা যায় না। তবে মালুম হয়, কারা যেন নাচছে। মাদল বাজাচ্ছে। চারপাশে অনেক মানুষের জমায়েত। রঙলালই বুঝিয়ে দেয় সবাইকে। হুই দ্যাখ, মংলি, দশরথের বেটি সুবাসী, ওই যে চাপি আর নিশি। এটা হল সুফল। এটা গণেশের ব্যাটা লছমন। আঙুল দিয়ে মানুষগুলোকে শনাক্ত করে দেয় রঙলাল। মুখগুলোকে ঠিক চেনা যায় না। কাউকে বেশি রোগা মনে হয়। কাউকে মোটা। কাউকে বেশ ঢ্যাঙা লাগছে। তবে রঙলালের শনাক্তের গুণে বিশ্বাস হয়, উয়ারাই বটে। ইস্, কেমন লাচছে, গাইছে! আহা রে! কোন্ সুখের রাজ্যে রয়েছে তাদের একান্ত আপনার মানুষগুলি!"[৫]

সেই থেকেই গজাশিমুল গ্রামে তার অবাধ বিচরণ এবং অখণ্ড আধিপত্য। আগাম দাদন নিয়ে তারা রঙলালের কেনা গোলাম হয়ে যায়।

কিন্তু আমরা সকলেই অবগত যে, আলোর নীচেই থাকে ঘোর অন্ধকার। রঙলাল যে স্বপ্ন দেখিয়ে বসু-শবরদের প্রায় শতাধিক মানুষকে চা বাগানে নিয়ে যায় তাদের জীবন আর জীবন থাকে না। পুরুষেরা উদয়াস্ত গরুর মতো খাটে, দিনান্তে আধপেটা খায় এবং ঝুপড়ি ঘরে শুয়ে তাদের দিন অতিবাহিত হয়। দাস-ব্যবসায়ী রঙলাল ওদের মজুরি বাবদ সমস্ত টাকাই নিজে আত্মসাৎ করে। আর যেসব নারীরা রঙলালের ফাঁদে পড়ে আসামে যায় তারা বাধ্য হয় প্রতিরাতে হাজার জনের কাছে নিজের দেহ দিতে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র সুচাঁদের মুখ থেকে আমরা জানতে পারি তাদের অবর্ণনীয় দুর্গতির কাহিনি। সুচাঁদের মুখ থেকে জানতে পারি, সীমাহীন-মাত্রাহীন শোষণের কবল থেকে মুক্তি পেতে কিষ্টো মল্লিক, শ্রীধর মল্লিক, কানাই দিগরের আত্মহত্যার গল্প। ঝাড়েশ্বর কোটালের বড় মেয়ে সাবিত্রীর করুণ জীবনের কাহিনি। জানতে পারি, নিশি আর চাঁপি ভক্তার শরীর কেমন করে সন্ধে হলেই শেয়াল-শকুনরূপী মানুষের খাদ্য হয়ে ওঠে। ঝাড়েশ্বরের মেজ মেয়ে রূপমতীর তো কোনো খোঁজই পাওয়া যায় না। আসলে রঙলাল শুধু কুলি-কামিনেরই আড়কাঠি নয়, সে নারী পাচারেরও ব্যবসা করে। মূলত এটাই তার প্রধান ব্যবসা। বিভিন্ন অজপাড়াগাঁ থেকে নারীদের সে নিয়ে যায় কাজের লালসা দেখিয়ে, তার মধ্যে কিছু নারীকে সে নিঃশব্দে পাচার করে দেয়। রঙীর গানের মধ্য দিয়ে উঠে আসে তাদের তমোময় জীবনকথা, -

> "কাজবাবু সাঁঝ ব্যালায়
> শরীলখানা ছিঁড়্যে ফ্যালায়,
> সর্দার এইস্যে করে ছেনালি—,
> হায় যদুরাম,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 299 - 304
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ফাঁকি দিয়্যে কুন্ লরকে পাঠালি।।"[৬]

কিংবা, -

"ফাঁকি দিয়ে ডিপুঘরে ঢুকালি
হা যদুরাম, কুথা লুকালি।
ভোখেতে পেট জ্বলে-
কোড়া খেইয়্যে পিঠ জ্বলে-
ঘরের লেইগ্যে আন্তর জ্বলে খালি
হা যদুরাম, কইরলি চতুরালি।"[৭]

রঙলালের আগ্রাসনে এভাবেই ধ্বংস হয়ে যায় বসু-শবরদের শান্তির নীড়। বেঁচে থাকে শুধু কঙ্কালসার কিছু মানুষ। আসলে আমাদের "সমাজ-জীবনকে সব দিক থেকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে ধন-বণ্টনের অব্যবস্থা এবং বৃত্তিভোগী ও শ্রমজীবীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ, এ-বিষয়ে বড়ো-একটা মতভেদ নেই।[৮] রাঢ় এলাকা রুখা-ভুখা মাটির দেশ। এখানে কাজ কম, লোক বেশি। কাজের অভাবে এখানকার বারো আনা লোকই বছরের অধিকাংশ সময় অনাহারে, অর্ধাহারে দিন অতিবাহিত করে। তার উপর আবার ধনবণ্টনের অসম ব্যবস্থা। এই উভয়বিধ সংকটে পড়ে বসু-শবরদের জীবনে আরও অন্ধকার নেমে আসে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগায় রঙলাল।

দাস ব্যবসায়ী রঙলালের এই সীমাহীন শোষণের-নিপীড়নের অচ্ছেদ্য জাল কেটে বসু-শবরদের বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে রাজীব। তিনি একজন লোকসংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ। বাঁকুড়ার কলেজের অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে দেশের নানান প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ফোক সংগ্রহ করাই তার নেশা এবং পেশা। এই সূত্রেই তার সঙ্গে পরিচয় হয় গজাশিমুলের বসু-শবরদের। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে জানতে পারে এই অত্যাচারিত-উৎপীড়িত বসু-শবরেরাই নানান লোকউৎসব-লোকনৃত্য-লোকগানকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে আছে। তিনি ছুটে যান তাদের লোকালয়ে এবং বসু-শবরদের কয়েকজনকে নিয়ে গড়ে তোলেন 'গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘ'। অতঃপর ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউন্ডেশন-এর ইস্টার্ন জোনের ডিরেক্টর ক্যাথি বার্ডের সহযোগিতায় রাজীব বসু-শবরদের লোকগান-লোকনৃত্যকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে। জঙ্গলের কঠোর-শ্রমসাধ্য জীবনে অভ্যস্ত বসু-শবরেরাও রাজীবের কথামতো তাদের নিজেদের মধ্যে প্রচলিত কৃষ্টি-কালচারের পণ্যায়ন ঘটায়। বিহা গীতি, পাতা নাচ, ঝাপান নাচ, শিকার পালা, শীতলা পালা যা এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল তা তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং তাদের জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসে, -

> "সেই প্রথম বাঁকুড়ায় মেডেল পাওয়ার পর, দল গেল কলকাতায়। সেখানে মেডেল পেল। টাকা পেল। তিনরাত্তির গাইবার সুবাদে দলের সব্বাই পেল লগদ এক কুড়ি করে টাকা। ...তারপর থেকে একের পর এক বায়না যেন লেগেই রয়েছে। বায়না মানেই টাকা। সেই টানেই যাচ্ছে সব। ...এক-এক খেপে কুড়ি-পঁচিশ টাকা নিয়ে ধরে দিচ্ছে মা-বাপের হাতে। দুঃখের সংসারগুলো চলছে তাতে। দু'দিন না যেতেই বায়না পেয়ে চলে যাচ্ছে দুসরা থানে। ...ফলে, দিন দিন গজাশিমুল পার্টির কলেবর বাড়ছে। আগে দলে ছিল জনা পনেরো। এখন পঁচিশের কম নয়। বাজনদার, জোগাড়দার ইত্যাদি মিলে তিরিশের ওপর।"[৯]

বসু-শবরদের নিয়ে গঠিত পালাগানের দলের এখন দেশজোড়া সুখ্যাতি। রঙী ও তার সঙ্গীদের ছন্দময় নাচে-গানে মোহিত হয়ে যায় শহুরে মানুষগুলোও।

রঙলালের পাতানো ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে তারা আবার রাজীব আর ক্যাথি বার্ডের ফোক চাষের কারখানায় আটকে পড়ে। এদিকে বসু-শবরদের লোকগান-লোকনৃত্যই রাজীবের জনপ্রিয়তাকে উচ্চতার শিখরে পৌঁছে দেয়। মানুষের মনের মধ্যে যে একজন অর্থের, নাম-যশ-খ্যাতির কাঙাল থাকে তার প্রমাণ এই রাজীব। আসলে, -

> "এরা হচ্ছে বাংলায় নবজাগরণের সেই ধারা যারা নিজেরা সরকারি টাকায় বেসরকারি পরিষেবা গ্রহণ করে; সমাজের উপর আধিপত্য করে; ছোটলোকদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে, ভদ্রলোক হয়ে বসে থাকে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 299 - 304
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> এদের কাছে বাংলার পঁচাশি শতাংশ জনসাধারণের ভাষা, সংস্কৃতি, পরম্পরা-র কোনও মূল্য নেই; তাদের প্রাণের কোনও মূল্য নেই; সে লোকগুলো ভদ্রলোকদের চিরদাস হয়ে যাতে জীবনটুকু কাটিয়ে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা জারি রাখাটা এদের কাজ।"[১০]

তার প্রমাণ আলোচ্য উপন্যাসের কথনবিশ্বে ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। রাজীব সুখের-বৈভবের-অর্থের লোভে এতটাই বাস্তবজ্ঞানবিবর্জিত হয়ে পড়ে যে, বসু-শবরদের কৌলিক নাচ 'জলকেলি নাচ'-কেও সর্বসমক্ষে আনার জন্য পাগল হয়ে ওঠে।

বসু-শবরদের বিশ্বাস বৃন্দাবনের গোপিনীদের বস্ত্রহরণের কাহিনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'জলকেলি নাচ' কেবল তাদের দেবতা কানাইশরের সম্মুখেই দেখানো যায়। তার অন্যথা ঘটলে তাদের জীবনে নেমে আসবে দেবতার অভিশাপ। ব্রজরাজ কানাইশর শবর কন্যার নাচে তুষ্ট হন। অতঃপর সুবৃষ্টি ঝরে পড়ে পৃথিবীর বুকে। বসু-শবরদের জীবনে সুখের হাওয়া লাগে। তাই তারা তাদের কৌলিক নাচকে সংগোপন করে রেখেছিল এতদিন ধরে। কিন্তু যে 'টাকায় কী না হয়'-এই প্রবাদে বিশ্বাসী তার কাছে এর মূল্য আর কতটুকু? তাই তিনি তাদের নানাভাবে চাপ দিতে থাকেন এবং রঙলালের ভয় দেখান, -

> "এরপর সংঘের পালা-গানের জন্য বায়না কম হবে, আয়-উপায় কমে যাবে। সুযোগ বুঝে ফের খাতাটি নিয়ে গাঁয়ে ঢুকবে রঙলাল। খাতার সঙ্গে একে একে বেঁধে ফেলবে সবাইকে। হাতে বাঁধবে, পায়ে বাঁধবে, সর্বাঙ্গে দেবে শেকল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেডেল না পেলে ধীরে ধীরে এ সমস্তই ঘটবে।"[১১]

ফলে তারাও বাধ্য হয় গোপনে সযত্নে রাখা পবিত্র বস্তুকে সর্বসমক্ষে আনতে। ক্যাথি বার্ডের নির্দেশমতো 'জলকেলি নাচ'-এর প্রথম পাবলিক শো হয় 'ইস্ট ওয়েস্ট ফোক ফাউন্ডেশন'-এর কলকাতা শাখায়। নৃত্যরতা রঙী ও পার্বতীর ছবিসহ বিশাল হোডিং দেখে শো শুরুর আধঘণ্টা আগেই হলের প্রতিটি আসন ভরে যায়। এভাবেই বিশেষ করে সংস্কৃতি জগতের স্তম্ভ যারা তাদের কাছে রাজীব আরও প্রিয় হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে হয়ে ওঠে রঙলালের মতো বসু-শবরদের শাসক।

'জলকেলি নাচ'-এর বিপুল সাফল্য ও জনপ্রিয়তা ফোক ব্যবসায়ী রাজীবের প্রবল খ্যাতিকে এক নতুন মাত্রা দেয়। আর এই সুযোগকে কাজে লাগাতে ভোলেন না রাজীবও। আসলে রাজীব যে বসু-শবরদের লোকনৃত্য-লোকগানকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সোপান হিসেবে ব্যবহার করে তা আমাদের আর বুঝতে বাকি থাকে না। যিনি একসময় তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করার কসম খেয়েছিলেন তিনিই হয়ে ওঠেন তাদের শোষক। রঙলাল যেমন বসু-শবরদের নরনারীদের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে মোটা টাকা উপার্জন করত রাজীবও সেই দলের লোক। 'জলকেলি নাচ'-এর শো বুক করতে এসে বাজোরিয়া যখন দরদাম করে তখন ওঠে আসে মুখোশধারী রাজীবের চরিত্রের নগ্ন দিক। রাজীব বাজোরিয়া বলে, -

> "...এ দলে জনা বারো মেয়ে আছে। সবগুলোই এক একটি জুয়েল। তার মধ্যে একটা ডব্‌কা ছুঁড়ি আছে, দেখেছেন তো? ওকে দেখলে আপনার বড়বাজারের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে মশাই। ওর এক-একখানা বুকই আঠারো হাজারে বিকোবে।"[১২]

রাজীব নারীদের শুধু পণ্য হিসেবেই দেখেননি, বসু-শবরদের সঙ্গে আর্থিক প্রতারণাও করেছে, -

> " 'জলকেলি-নাচ' দেখে আর লাভ নেই। 'জলকেলি-নাচ' দেখতে হলে পঁচিশের কম হবে না। দলের আট। আমার সতেরো। আরে মশাই, ভাজা খেতে হলে একটু তেলের ব্যয় হবেই। আপনারা আবার চান 'হাতে-গরম-ভাজা'।"[১৩]

এর থেকেই প্রমাণিত যে, রাজীবের মতো বুদ্ধিজীবীদের কাছে লোকসংস্কৃতির চর্চা স্বভাবজাত ও স্বতস্ফূর্ত নয়। বরং আমরা বলতে পারি আত্মপ্রতিষ্ঠার সোপানমাত্র।

পরিশেষে বলা যায় যে, অহংসর্বস্ব, আত্মসর্বস্ব, স্বার্থসর্বস্ব, মনুষ্যত্ববর্জিত মানবের কাছে অক্ষরজ্ঞানহীন, অর্থহীন বসু-শবরের জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতি কীভাবে পণ্যে পরিণত হয়েছে তারই আখ্যান 'আড়কাঠি' উপন্যাস। একসময় নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সহজ-সরল অরণ্যনির্ভর জাতি জীবন ও জীবিকার তাগিদে প্রথমে মনুষ্যশিকারি রঙলালের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 299 - 304
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এবং পরবর্তীতে ফোক ব্যবসায়ী ক্যাথি বার্ড ও রাজীবের শোষণের শিকার হয়েছে তারই মর্মন্তুদ কাহিনি আমাদের শুনিয়েছেন ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্র কিষ্টো মল্লিক, শ্রীধর মল্লিক, কানাই দিগর, সাবিত্রী, রূপমতী, রঙী প্রমুখ চরিত্রকে সামনে রেখে। মনুষ্যশিকারি ও সংস্কৃতি ব্যাপারীদের হাতে দেশজ সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের নিষ্পেষিত হওয়ার দলিল 'আড়কাঠি' উপন্যাস। তবে উপন্যাসের সমাপ্তিতে বনজীবীদের জাগরণের চিত্রও উঠে এসেছে, -

> "মাস্টারদা, তুমি টাকা-পইসা লিয়ে যা কচ্ছিলে কচ্ছিলে। কিন্তু সুনীলদা যেদিন বইলল্যাক, রঙীর উদোম শরীরের ফোটো ইলা-বাজারে বিককিরি হচ্ছে বিদেশে।' বলতে বলতে সুচাঁদের দুটি চোখ ভরে আসে জলে। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারে না সে। পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকে লটবহরের দিকে। ...ইবার থিক্যে আপনার পথ, আমাদ্যার পথ ভিনো হইয়ে গেল্যাক মাস্টারদা। লিজেদ্যার ভাবনা ইবার থিকে লিজেরাই ভাবব। ডুবি ডুবব, ভাসি ভাসব।"[১৪]

প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই শাসনতন্ত্রের অবসান সম্ভব ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্রের এই জীবনদর্শনই আলোচ্য উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রবলের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, তাদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ভগীরথ মিশ্র সৃষ্ট আলোচ্য উপন্যাসের চরিত্রসমূহকে দিয়েছে এক অনন্য মাত্রা।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ছবি-আঁকিয়ে, ছড়ার ছবি,* বিশ্বভারতী, ১৩৪৪, পৃ. ৮৬
২. ভৌমিক, তাপস (সম্পা.), *আমার সৃষ্টির নেপথ্য কথা (ভগীরথ মিশ্র), লেখালেখির অন্তর্কথন,* কোরক, ২০২৪, পৃ. ৯৮-৯৯
৩. মিশ্র, ভগীরথ, *আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ. ১১১
৪. তদেব, পৃ. ২৯
৫. তদেব, পৃ. ৩১
৬. তদেব, পৃ. ১৫৬
৭. তদেব, পৃ. ১৫৫
৮. আইয়ুব, আবু সয়ীদ, *ভূমিকা : আধুনিক বাঙলা কবিতা, পথের শেষ কোথায়,* দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৭, পৃ. ৪৭
৯. মিশ্র, ভগীরথ, *আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ. ৬৩-৬৪
১০. রাণা, কুমার, *আধিপত্য ও লোকপ্রজ্ঞা,* আনন্দ, ২০১২, পৃ. ১০২
১১. মিশ্র, ভগীরথ, *আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৩
১২. তদেব, পৃ. ১৯১
১৩. তদেব, পৃ. ১৯১
১৪. তদেব, পৃ. ১৯২